বক্তৃতা: শিরকের কুফল ও প্রতিকার

খুৎবা/ভূমিকা বলে বক্তৃতা শুরু করা :

উপস্থিত মাননীয় সভাপতি,

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, বিদগ্ধ উপস্থাপক ও সংগ্রামী সাথী ভাইয়েরা।

আকাশে ঘন কালো মেঘের আড়ালে অনেক সময় সূর্যের কিরণ ঢাকা পড়ে যায়।

মনে হয় হয়তো আর সূর্যের মুখ দেখা যাবে না। কিন্তু সময়ের ব্যাবধানে নিকশ কালো মেঘের বুক চিরে আলো ঝলমল সূর্য বের হয়ে আসে। ঠিক তেমনি বর্তমানে আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে শিরকের কালিমা ইসলামের স্বচ্ছ আসমানকে ঘিরে ফেলেছে। যার কারণে কোন কাজটা প্রকৃত আমল আর কোন কাজটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত তা পার্থক্য করাটাই অনেক মানুষের জন্যে কঠিন হয়ে গেছে।

আজকের নির্ধরিত বিষয়বস্তু 'শিরকের কুফল ও প্রতিকার'-এর উপর অতি প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা করতে চাই। অমা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহ...

الشَّرْفُ শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, একাধিক স্রষ্টা বা উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামি পরিভাষায় মহান আল্লাহর সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করা কিংবা তাঁর সমতুল্য মনে করাকে শিরক বলা হয়। আর যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং শিরকের ধারণা খণ্ডন করেছেন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন-
কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। সুরা আশ্ শুরা: ১১)

আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে-
যদি সেখানে (আসমান ও জমিনে) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। (সুরা আম্বিয়া: ২২)

আল কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণে অতুলনীয়তার বিষয়টি বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা নিঃসন্দেহে শিরক ও জঘন্য অপরাধ।

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক চার ধরনের হতে পারে। যথা-

১. আল্লাহ তাআলার সত্তা ও অস্তিত্বে শিরক করা।

২. আল্লাহ তাআলার গুণাবলিতে শিরক করা।

৩. সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো।

৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করা।

প্রিয় উপস্থিতি,

শিরক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। পৃথিবী সকল প্রকার জুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম। (সুরা লুকমান: ১৩)

বস্তুত আল্লাহ তাআলাই আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর প্রদত্ত নিয়মতই আমরা ভোগ করি। এরপরও যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তবে তা অপেক্ষ আর বড় জুলুম আর কী হতে পারে। মহান আল্লাহ মুশরিকদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু হওয়া সেত্ত্বও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সুরা নিসা: ৪৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সুরা মাইদা: ৭২)

প্রিয় উপস্থিতি,

প্রকৃতপক্ষে শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এরূপ কাজ থেকে সকলকেই সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। ভুলক্রমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে ফেললে পুনরায় ইমান আনতে হবে। অতপর বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে এরূপ পাপ না করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা স্বীয় দায়া ও করুণার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাই আসুন, আমারা সকলে মিলে শিরক থেকে বেঁচে থেকে ও সুদৃঢ় ইমান এনে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার ব্রত গ্রহণ করি।